২.২.১ সাম্রাজ্যবাদী ঘরানা

ভারতে ধীরে ধীরে একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জাতি-রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে একথা প্রথম থেকেই সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তি মানতে চায়নি। তাঁরা মনে করে থাকেন ভারতবর্ষ হল নানা ধর্ম, জাতপাত ও জনগোষ্ঠীর স্বার্থ নিয়ে গঠিত এলাকা। এদের জাতীয়তাবাদ আবরণ মাত্র; জাতপাত ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতিই এদের কাছে মুখ্য। সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর ভারতের জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে ভাবনাকে দুটি অধ্যায়ে ভাগ করা যায়। ঔপনিবেশিক শাসনকালে গড়ে ওঠা ভাবনা (১৯৪৭ পর্যন্ত) এবং স্বাধীনোত্তরকালের ধারণা। বিভিন্ন সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি ও সরকারি ঘোষণাগুলি সাজিয়ে ভ্যালেন্টাইন চিরল প্রথম *Indian Unrest* (1910) রচনা করেন, যার দ্বারা তুলে ধরা হয় ভারতীয়দের ইংরেজ শাসনের প্রতি বিষোদ্‌গারের ভাবনাকে।

'সিডিশন কমিটির রিপোর্ট' (১৯১৮) এবং 'মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্টে' ভারতের জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে অনৈক্যের ধারণাকে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। পরবর্তীকালে ম্যাকুলে (Macully) এই ভাবনাগুলিকে নিয়ে তৈরি করেন 'তত্ত্ব' যেটি প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর *English Education and the Origins of Indian Nationalism* (1940) গ্রন্থে। ম্যাকুলের বক্তব্য হল, 'সদাশয় ইংরেজ শাসনের' বিরোধিতা করতে গিয়ে হতাশাগ্রস্ত মধ্যবিত্তশ্রেণি জাতীয়তাবাদকে কাজে লাগিয়েছিল। স্বাধীনোত্তরকালে ইঙ্গ-আমেরিকান উচ্চ শিক্ষায়তনগুলিতে পুরোনো সাম্রাজ্যবাদী ঘরানাকে নতুন ছাঁচে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা শুরু হয়। গ্যালাঘার ও রবিনসন এই মতবাদের সূচনা করেন

Scanned with CamScanner

এবং অনিল শীল ও তাঁর কতিপয় শিষ্য আধুনিক ভারতের জাতীয়তাবাদ নিয়ে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। এই 'নব্য ঐতিহ্যবাদী'[৫] ঐতিহাসিকদের ভাবনা 'কেমব্রিজ ঘরানা' নামেই সমধিক পরিচিত। এই ঘরানার ভাবনায় ব্রিটিশ রাজনীতি বিশ্লেষণকারী নেমিয়ারের[৬] ছায়া রয়েছে। কেমব্রিজ গোষ্ঠীর ভাবনা অনুসারে, ইউরোপীয়রা প্রথম থেকেই ভারতীয়দের মধ্যে অনৈক্য লক্ষ করেছিল। ইউরোপীয়রা বিশেষত ব্রিটিশরা দেশ থেকে যে পরিমাণে মূলধন ও সামরিক শক্তি এনেছিল তার দ্বারা কখনোই আসমুদ্র হিমাচলে ভারত শাসন ও বাণিজ্য সম্প্রসারণ সম্ভব ছিল না।[৭] তাই কোম্পানির কর্মচারীরা নিজেদের ও কোম্পানির স্বার্থে ভারতীয়দের সঙ্গে সমঝোতা করতে বাধ্য হয়। তারা দেখেছিল গ্রাম পর্যায় থেকে শুরু করে জেলা পর্যায় পর্যন্ত বাণিজ্যের সুযোগ গ্রহণ করতে হলে স্থানীয় স্তরের সহযোগিতা আবশ্যক। কিন্তু ভারতীয়দের মধ্যে চলেছে প্রতিযোগিতা। এদেশে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা পেতে হলে একাংশের সহযোগিতা নিতেই হবে এবং একই সঙ্গে অপরাংশের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হবে। তাঁদের মতে এই সহযোগিতা ও বিরোধিতার ইতিহাসই হল সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদ। স্থানীয় স্তরের সহযোগিতার নীতি ক্রমশ প্রসারিত হয়ে রূপান্তরিত হল সাম্রাজ্যবাদে, তেমনি বিরোধিতা অঞ্চল থেকে ক্রমশ বৃহত্তর গণ্ডির সীমানা পেরিয়ে পরিণত হল জাতীয়তাবাদে।[৮] অধ্যাপক অনিল শীল আরও একধাপ এগিয়ে এসে বলেছেন, 'দূর থেকে দেখলে যেগুলোকে ভারতীয় রাজনৈতিক সংগ্রাম বলে মনে হয়, খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায় আসলে সেগুলি হল প্রথাগত গোষ্ঠীর নিজস্ব অবস্থান বজায় রাখা বা উন্নত করার প্রয়াস মাত্র।'[৯]

অনিল শীল, গ্যালাঘার, ওয়াশব্রুক, বেইলি, গর্ডন জনসন প্রমুখ কেমব্রিজ গোষ্ঠীর লেখকরা আঞ্চলিক পর্যায়ের গবেষণার দ্বারা প্রমাণের চেষ্টা করেছেন 'পৃষ্ঠপোষক-অনুগৃহীত (Petron-client linkage) সম্পর্কে'র ভিত্তিতে বিভিন্ন গোষ্ঠীর জাতীয় মঞ্চে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগে। স্থানীয় বিভিন্ন গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত হয় প্রাদেশিক সমিতি এবং তার থেকেই জন্ম জাতীয় কংগ্রেসের। ভারতীয় রাজনীতির নিজস্ব কোনো লক্ষ্য নেই, শক্তিশালী ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে তা আবর্তিত হয়ে চলেছে। ক্ষমতা দখলের জন্য কংগ্রেস দলের এক গোষ্ঠী অন্য এক গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে এবং সূচনা থেকেই তাই এই দলটি দুর্বল মোর্চা হিসাবে রয়ে গেছে।[১০] বৃহত্তর জনসংখ্যার সমর্থন লাভের জন্য তাদের হাতিয়ার ছিল বাক্-চাতুর্য। ক্ষুদ্র স্বার্থ, ক্রমাগত দলবদল ও নতুন চক্রগঠনের ইতিহাসকে কখনোই গৌরবময় সংগ্রাম বলা যায় না। কেমব্রিজ ঘরানার কাছে দেশের জন্য আত্মবলিদান ও আদর্শবাদ হল অবান্তর বিষয়। বর্তমানে অবশ্য এই গোষ্ঠীর ইতিহাস লেখকগণ তাঁদের পুরোনো ও সংকীর্ণ মনোভাব থেকে পিছিয়ে আসছেন। প্রসঙ্গক্রমে সি. এ. বেইলির কথা উল্লেখ করা

Scanned with CamScanner

যেতে পারে। কেমব্রিজ পরিমার্গের লোক হয়েও ভারতের জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যা হল ঃ 'পরম্পরাগত স্বাদেশিকতা' থেকেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ঘটে।[১১] ভারতীয় 'পরম্পরাগত স্বাদেশিকতা' রয়েছে ভূসম্পত্তি, ভাষা ও ধর্মের প্রতি আনুগত্য থাকার মনোবৃত্তির মধ্যে। পশ্চিমিদের এদেশে আসার আগেই এই মনোবৃত্তি ভারতে বর্তমান ছিল, তবে তা ছিল অঞ্চলভিত্তিক। নিজের স্বদেশভূমিকে তারা আখ্যা দিত দেশ, ওয়াতন, নাড়ু ইত্যাদি নামে। ধর্মীয় সম্পর্ক ও মাতৃভাষার উন্নয়নের সঙ্গে ভারতীয়দের গড়ে ওঠে আত্মপরিচয়। বেইলি তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যতই তার প্রভুত্ব কায়েম করেছে, ততই সমালোচনার মধ্যে দিয়ে 'পরম্পরা স্বাদেশিকতা' প্রকাশিত হয়েছে। শাসক ও শাসিতের সংঘাতের মধ্য দিয়ে এই স্বাদেশিকতা ধীরে ধীরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে পরিণত হয়।[১২]

Scanned with CamScanner